আপনার পরিবেশ
শব্দদূষণ মুক্ত রাখুন

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
দূষণমুক্ত পরিবেশ

‘শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প’

বাস্তবায়নে

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	:	শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পরিবেশ অধিদপ্তর
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩
প্রকল্পের মোট বাজেট	:	৪৭৯৮.৪৮০ (লক্ষ টাকায়) (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	:	৬৪ জেলা (সমগ্র বাংলাদেশ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাস্তবায়নে অংশীজনদের দক্ষতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে দূষণের মাত্রা, উৎস এবং এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এবং
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (পাইলটিং) এর মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রকল্পের মূল কর্মসূচিসমূহ

সমগ্র বাংলাদেশে শব্দসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

১) ৬০০০০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

২) ১৯২০০ জন পরিবহন চালক/শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান ;

৩) ৩৮৪০ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪) ৩৮৪০ জন কারখানা ও নির্মাণ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৫) ১৬৮০ জন সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৬) ৩৮৪০ জন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, ইমাম, শিক্ষক এবং বেসরকারি সংস্থা'র প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রচারণামূলক কার্যক্রমঃ

১) বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ও বেতারে শব্দসচেতনতামূলক ধারাবাহিক প্রচার;

২) ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, মোবাইল ফোন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শব্দসচেতনতামূলক টিভিসি, ক্ষুদে বার্তা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার;

৩) ৬৪ জেলায় শব্দসচেতনতামূলক ১২৮ টি বিলবোর্ড ও ৬০টি সাইনবোর্ড স্থাপন;

৪) শব্দসচেতনতামূলক ৭ লক্ষ লিফলেট, ৭ লক্ষ স্টিকার এবং ১ হাজার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ ও বিতরণ।

এডভোকেসি ও বিবিধঃ

১) ঢাকা শহরে ৪টি স্থানে তাৎক্ষনিকভাবে শব্দের মানমাত্রা পরিমাপ ও অনলাইন মনিটরিং এর জন্য রিয়েল টাইম মনিটরিং সিস্টেম ও ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন;

২) শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনক্রমে সময়োপযোগী বিধিমালা প্রণয়ন;

৩) ৬৪টি জেলায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ বিষয়ক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;

৪) ৩টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) শব্দদূষণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপর সমীক্ষা;

৫) সারাদেশে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও নীরব এলাকা ঘোষণা।

৬) একটি জরিপ ও একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ;

৭) এয়ারমাফ এবং ইয়ারপ্লাগ ক্রয় ও বিতরণ;

৮) কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করে ক্যাম্পেইন এবং দিবসভিত্তিক সভা আয়োজন;

৯) আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস উদযাপন ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা;

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনসমূহ

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ ঃ

ধারা-৪ঃ এলাকা চিহ্নিতকরণঃ

এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প বা নীরব এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে;

ধারা-৫ঃ শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণঃ

(১) আইনের ধারা-২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা তফসিলে উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) তফসিল ১ এ বর্ণিত মানমাত্রা হইবে প্রত্যেক এলাকার জন্য শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা এবং তফসিল-২ এ বর্ণিত মানমাত্রা হইবে মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযান হইতে নির্গত শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

ধারা-৭ঃ শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম নিষিদ্ধঃ এই বিধিমালার বিধি ৯ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ধারা-৮ঃ হর্ন ব্যবহারে বাধা-নিষেধঃ

(১) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি মোটর, নৌ বা অন্য কোন যানের অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোন প্রকার হর্ন বাজানো যাইবে না।

ধারা-৯ঃ কতিপয় ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমঃ

(১) বিধি ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথাঃ

(ক) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় বিবাহ বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠান;

(খ) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;

(গ) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধরণের সভা অনুষ্ঠান; এবং

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের মেলা, যাত্রাগান ও হাট-বাজারের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান।

ধারা-১১ঃ নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহারঃ

(১) আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হইতে ৫০০ মিটারের মধ্যে উক্ত এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন ব্যবহার করা যাইবে না এবং সন্ধ্যা ৭ (সাত) টা হইতে সকাল ৭ (সাত) টা পর্যন্ত মিকচার মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি চালানো যাইবে না।

ধারা-১৬ঃ শব্দদূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, ইত্যাদিঃ

কোন এলাকায় নির্দিষ্টকৃত মানমাত্রার অতিরিক্ত শব্দদূষণ সংক্রান্ত কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে ঐ এলাকা আশংকাযুক্ত হইলে বা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হইতেছে মর্মে কোন ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ব্যক্তি টেলিফোনে, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে উক্ত তথ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তথ্য প্রাপ্তির পর উহার সত্যতা যাচাইপূর্বক উক্ত ক্রিয়া বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ঘটনা আশংকামুক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ লওয়ার বা বিধান লংঘনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

ধারা-১৮ঃ দন্ডঃ

(১) আইনের ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর বিধান অনুসারে এই বিধিমালার বিধি ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ এর বিধান লংঘন এবং বিধি ১৪, ১৫ এবং ১৬ এ প্রদত্ত নির্দেশ পালনের ব্যর্থতা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬

তফসীল-১ {বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য }

এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	মানমাত্রা ডেসিবল dB (A)Leq* এককে	
		দিবা	রাত্রি
০১	নীরব এলাকা	৫০	৪০
০২	আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
০৩	মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
০৪	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
০৫	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

তফসীল-২ {বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য}

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণী	মানমাত্রা ডেসিবল dB (A) এককে	মন্তব্য
০১	মোটরযান (সকল প্রকার)	৮৫	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে সরাসরি ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে ০.৫ মিটার দূরত্বে ৪৫ ডিগ্রী কৌণিক রেখায় পরিমাপকৃত।
০২	আভ্যন্তরীন জলপথে চালিত যান্ত্রিক নৌযান	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশূন্য সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশে নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮, ধারা ৪৫ অনুযায়ীঃ

- সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মোটরযানের শব্দমাত্রার সীমা নির্ধারণ করতে পারবে।
- চালকগণ নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চ মাত্রার কোনোরূপ শব্দ সৃষ্টি করতে পারবে না।
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত নীরব এলাকা অতিক্রমকালে কোন মোটরযান চালক কোনরূপ হর্ন বাজাতে পারবে না।
- নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত শব্দমাত্রা সৃষ্টিকারী কোন যন্ত্র/যন্ত্রাংশ বা হর্ন মোটরযানে স্থাপন পুনঃস্থাপন বা ব্যবহার করতে পারবে না।

শব্দদূষণের উৎস/কারণ

• যানবাহনের অতিমাত্রায় সাধারণ ও হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহার • যানবাহনের অনুসংগ হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ • শিল্প কলকারখানায় ও ওয়ার্কশপে উৎপাদিত শব্দ • বিভিন্ন প্রচারণার কাজে মাইক ও লাউড স্পিকারের ব্যবহার • বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে/উৎসবে লাউড স্পিকারের ব্যবহার • ধর্মীয় উৎসব, ওয়াজ, রাজনৈতিক সভা ও প্রচারণায় উচ্চ শব্দে মাইকের ব্যবহার • নির্মাণ কাজ ও বিস্ফোরণ কর্মসূচি • উচ্চ শব্দে কথা বলা ও হেড ফোনের ব্যবহার • আবাসিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণের ব্যবহার • বিমান, রেল, নৌযান কর্তৃক উৎসরিত শব্দ।

শব্দদূষণের বহুমাত্রিক ঝুঁকি

• যারা সরাসরি শব্দদূষণের উৎসে অবস্থান করে (ড্রাইভার, ট্রাফিক পুলিশ এবং কারখানা ও নির্মাণ শ্রমিক) তারা বেশি ঝুঁকিতে থাকে • কানে কম শোনা এবং আংশিক বা পুরোপুরি বধিরতা • হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ • অনিদ্রা এবং মনসংযোগ নষ্ট ও মানসিক সমস্যা • গর্ভস্থ শিশু নষ্ট বা বধির/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু জন্ম • দীর্ঘ মেয়াদী শব্দদূষণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাসসহ শস্যের উৎপাদন/ মান হ্রাস করে • পশুর নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষতির মাধ্যমে অনেক সময় পশুদের ভয়ংকর (dangerous) করে তোলে • আতশবাজির শব্দে পাখির মৃত্যু • বিভিন্ন জলজ প্রজাতির প্রাণী ধ্বংস।

WHO (World Health Organization) এর তথ্য মতেঃ

- বিশ্ব জনসংখ্যার মোট ৫ শতাংশ শব্দদূষণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য শব্দের নিরাপদ মাত্রা ৪৫ ডেসিবল।
- ৫০ ডেসিবল থেকে উচ্চ শব্দই জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের কারণ।
- ৬৫ ডেসিবল থেকে উচ্চ শব্দ হৃদরোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।
- ৯০ ডেসিবলের অধিক শব্দ কানে শুনতে পাওয়ার শক্তি কমিয়ে দেয় ও স্নায়ুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।
- ১২০ ডেসিবল অপেক্ষা উচ্চ শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তি ধ্বংস করে বধির বানিয়ে দেয়।
- গর্ভবতী নারী দীর্ঘ সময় শব্দদূষণ এলাকায় অবস্থান করলে বধির সন্তান জন্ম দেয়ার ঝুঁকি থাকে।

স্থির চিত্রে প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার এমপি, সম্মাননীয় সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং প্রকল্প পরিচালক সৈয়দা মাছুমা খানম (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর।

প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, পরিবহন চালক, ইমাম ও খতিব, শিক্ষার্থী, পেশাজীবীর একাংশ।

সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ ও সচেতনতামূলক প্রচারণা

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ

ঘোষিত নীরব এলাকা

সিটি কর্পোরেশন	নীরব এলাকার সীমানা	ঘোষণার তারিখ
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা	১০/১২/২০১৯
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	শিশুমেলা, গণভবন, বিজয় স্মরণি, স্পারসো, রোকেয়া স্মরণি, পরিসংখ্যান ভবনের সম্মুখে, শহীদ শাহাবুদ্দিন সড়ক, বীর উত্তম খালেদ মোশাররফ এভিনিউ এবং সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সড়ক।	০৬/০৯/২০২০
রংপুর সিটি কর্পোরেশন	রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ মোড় এলাকা।	০২/১২/২০২০
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদর হাসপাতাল, বরিশাল ল' কলেজ (হাসপাতাল রোড) শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা	১১/১২/২০২০
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবন এলাকা, নবাব ফয়জুন্নেছা স্কুল এলাকায় ১০০ মিটার পর্যন্ত।	১৩/১২/২০২০
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	জামালখানস্থ স্কুলের গোলচত্বর ও এর চতুর্দিকে ১০০ মিটার এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর চতুর্দিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত ।	০৬/০১/২০২১
খুলনা সিটি কর্পোরেশন	২১ নং ওয়ার্ডের কেডি ঘোষ রোড, রতন সেন স্মরণি, ভৈরব স্ট্যান্ড রোড, ২২ নং ওয়ার্ডের যশোর রোড, পুরাতন যশোর রোড এবং কেডি ঘোষ রোডের সংযোগ এবং আপার যশোর রোড	০৭/০১/২০২১
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গেট হতে পলিটেকনিক গেট পর্যন্ত, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালত থেকে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় পর্যন্ত।	২৭/০১/২০২১
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	মধুশহীদ মাজার হতে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ১নং গেইট সম্মুখে ও পিডিপি পয়েন্ট সড়ক এলাকা।	০৭/০২/২০২১
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	ঘোষপাড়া মোড় থেকে লক্ষীপুর মোড়, লক্ষীপুর মোড় থেকে সি এন্ড বি মোড় ও ঐতিহ্য চত্বর হয়ে রাজীব চত্বর ঘুরে ঘোষপাড়া মোড় পর্যন্ত।	২৫/০২/২০২১
নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	মর্গ্যান গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, নারায়নগঞ্জ প্রিপারেটরী স্কুল, খানপুর ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতাল ও নগর ভবন এলাকা।	১৮/০৩/২০২১

শব্দদূষণ নীরব ঘাতক

অযথা হর্ন বাজাবেন না

নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো দণ্ডনীয় অপরাধ